সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষা কমিটির পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনায়

স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও সংকট

সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষা কমিটির

- ৪ টি ইউনিয়নে ৪টি কমিটি গঠন করা হয়েছে
- ইউনিয়নগুলি হলো- রাজাপালং, পালংখালী, হোয়কং, হ্নীলা
- প্রতিটি কমিটিতে ছিলেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ৫ জন প্রতিনিধি
- প্রতিটি কমিটিতে ৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা সদস্য ছিলেন
- ছিলেন পুরুষ ও মহিলা ইউপি সদস্য, শিক্ষক, সমাজকর্মী

কমিটির উদ্দেশ্যসমূহ

স্থানীয় এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করা

উভয় সম্প্রদায়ের দুর্ভোগ, সংকট এবং সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা

সরকারি, এনজিও, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘ সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমের মূল্যয়ন করা

কিছু নির্দিষ্ট সুপারিশ প্রণয়ন

সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষা কমিটির কার্যক্রম

- কমিটি রোহিঙ্গা শিবির এবং স্থানীয় কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেছেন
- তাঁরা বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনার আয়োজন করেন
- সিআইসিগণের সাথে বৈঠক করে শিবির থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলো অবহিত করেন
- তাঁরা সরকারি, এনজিও, আইএনজিও এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন কার্যক্রমের পর্যালোচনা- মূল্যায়নও করেন
- মাঝি ও ইমামদের সাথে বিশেষ প্রেরণামূলক সভার আয়োজন করা হয়
- ইউনিয়ন পরিষদ, নাগরিক সমাজ এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়

রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা

- অনেক রোহিঙ্গা, বিশেষত যুবকরা, কর্মহীন অবস্থায় অলস সময় কাটায়
- যুবক-যুবতীদের কাজের কোন সুযোগ নেই বললেই চলে
- যুবকেরা অপকর্ম ও অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে আছে
- কিছু মাঝি আচরণে স্বৈরাচারী এবং ব্যক্তিগত অবৈধ স্বার্থ সুরক্ষার চেষ্টা করছেন
- মেয়েরা পাচার হয়ে যাওয়া এবং সহিংসতার শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে আছে
- চতুর্থ গ্রেডের পরে, রোহিঙ্গা শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ নেই
- স্থানীয় মানুষের প্রতি কিছু রোহিঙ্গার আচরণ উগ্র এবং অগ্রহণযোগ্য
- প্রত্যাবাসনের বিলম্ব দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করছে

স্থানীয় এলাকা পরিদর্শন থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা

- স্থানীয় জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা আগমনে নানাভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত
- শুধু রোহিঙ্গারাই বিভিন্ন ধরনের সুবিধা পাচ্ছে বলে অভিযোগ আছে
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ত্রাণ তহবিলের ২৫% খরচ করার বিষয়টি দৃশ্যমান নয়
- বেশিরভাগ এনজিও / আইএনজিও / জাতিসংঘ স্থানীয়দের পরামর্শ ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ করছে
- উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বেশিরভাগ কর্মএলাকা নির্বাচন যথাযথ হয়নি
- ইউনিয়ন পরিষদ, নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ছাড়াই বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে
- এনজিও / আইএনজিও / জাতিসংঘের কিছু কর্মী স্থানীয় ভাষা এবং তাদের চাহিদা বুঝতে পারে না

সুপারিশ

- রোহিঙ্গাদের শিবিরগুলোর অবস্থা কিছুটা উন্নত করা প্রয়োজন
- যুবসমাজকে বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষত শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত
- সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে পারলে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়ানো সহজ হবে
- রোহিঙ্গা মেয়ে-নারীদেরকে পাচারের বিরুদ্ধে বিশেষ সচেতনতা কার্যক্রম প্রয়োজন
- মাঝিদের ভূমিকা নতুন করে পুনর্নির্ধারণ করতে হবে
- রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় আসা তহবিলের ২৫% স্থানীয়দের জন্য ব্যয় করতে হবে
- যেসব স্কুল থেকে শিক্ষক চাকরি ছেড়েছে, সেসব স্কুলে বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন

সুপারিশ

- স্থানীয় দরিদ্র এবং চরম দরিদ্রদের জন্য আয় উপার্জনে বিশেষ সহায়তা করতে হবে
- রোহিঙ্গা শিবির এলাকায় গাড়ি ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে, সড়ক মেরামত করতে হবে
- প্রত্যাবাসনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব রটনার ব্যাপারে শক্তিশালী তদারকি/ব্যবস্থা প্রয়োজন
- শিবিরগুলিতে বিদেশিদের পরিদর্শন এবং অবস্থান কমাতে হবে

সুপারিশ

- সমস্ত প্রকল্পগুলি অবশ্যই ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় মানুষের সাথে পরামর্শ করে প্রস্তুত করতে হবে
- এই সংকটের পরেও যেসব সংস্থার অবস্থান এখানে নিশ্চিত, সংকট মোকাবেলায় তাদের নেতৃত্বে আনতে হবে
- এনজিও সমন্বয় কমিটিতে সামাজিক সম্প্রীতি সুরক্ষা কমিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
- উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়মিত কথোপকথন-সংলাপ আয়োজন করা যেতে পারে
- কক্সবাজারে বাড়ি ভাড়ার একটি সহনীয় হার নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন